আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ১১:১৯

গোপালগঞ্জসহ তিন জেলায় ব্রি-৭ ধানের বাম্পার ফলন

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয় গোপালগঞ্জ, বাগেরহাট ও নড়াইল জেলার ধানের উৎপাদন বৃদ্ধিতে কাজ করছে। গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয় ২০১৮ সাল থেকে এ ৩ জেলায় ব্রি উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল ও হাইব্রিড জাতের ধানের চাষাবাদে কৃষককে উৎসাহিত করা হচ্ছে। ব্রি'র উচ্চ ফলনশীল ও হাইব্রিড জাতের ধানের আবাদ করে কৃষক বাম্পার ফলন পেয়ে লাভবান হচ্ছেন। এভাবে গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয় ব্রি উদ্ভাবিত ধানের জাত ৩ জেলার কৃষকদের মাঝে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

চলতি আউশ মৌসুমে ব্রি, গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের সহযোগিতায় গোপালগঞ্জ, বাগেরহাট ও নড়াইল জেলার কৃষক ব্রি হাইব্রিড ধান-৭ চাষাবাদ করে বাম্পার ফলন পেয়েছে। এ জাতের ধান প্রতি হেক্টরে ৭ টন ফলন দিয়েছে। স্বল্প জীবকাল সম্পন্ন এ জাতের ধান চাষ করে কৃষক একই জমিতে বছরে অন্তত ৩টি ফসল ফলাতে পারছেন। এতে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষকের আয় বাড়ছে কয়েকগুন। এ কারণে তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে।

ব্রি, গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের সিনিয়র সাইন্টিফিক অফিসার ও প্রধান ড. মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম বলেন, আউশ মৌসুমে আমার ২০০০ কেজি ব্রি হাইব্রিড ধানের বীজ বিনামূল্যে বিতরণ করেছি। এরমধ্যে গোপালগঞ্জ জেলায় ১০০০ কেজি, বাগেরহাট জেলায় ৬০০ কেজি ও নড়াইল জেলায় ৪০০ কেজি ধান বীজ বিতরণ করি। ২০০০ কেজি ধান বীজ দিয়ে ৩ জেলার কৃষক ৩০০ একর জমি চাষাবাদ করেন। প্রতি হেক্টরে এ ধান ৭ টনেরও বেশি ফলন দিয়েছে। এ জাতটি আউশ মৌসুমের একটি জনপ্রিয় জাত। এ জাতের জীবনকাল মাত্র ১১৫ দিন। এ ধান কাটার পর কৃষক জমিতে আমন ধানের আবাদ করতে পারেন। ক্ষেত থেকে আমন ধান কাটার পর সরিষা বা বোরো ধান করতে পারেন। এতে কৃষক বছরে একটি জমি থেকে ৩টি ফসল পেয়ে লাভবান হচ্ছে। একদিকে যেমন ফসলের নীবিড়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে, অন্যদিকে কৃষকের আর্থ সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে। এতে দেশের খাদ্য উৎপাদন বাড়ছে।

29.11.23
Srijan Chandra Das
Scientific Officer
Bangladesh Rice Research Institute
Regional Station, Gopalganj

29.11.23
Dr. Mohammad Zahidul Islam
Senior Scientific Officer and Head
BRRI RS Gopalganj

বাগেরহাট জেলার শরণখোলা উপজেলার মধ্য খোন্তাকাটা গ্রামের কৃষক ফারুক জোমাদ্দার ও হালিম আওলাদার বলেন, গত বছর আমরা ১০০ বিঘা জমিতে এ ধানের আবাদ করেছিলাম। ধানের ভাল ফলন পেয়ে এ বছর আমরা ৩০০ বিঘা জমিতে এ ধানের আবাদ করেছে। ব্রি হাইব্রিড ধান-৭ চাষ করে হেক্টরে এ বছর ৭ টন ফলন পেয়েছি। স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন এ জাতটি চাষাবাদ

করে একই জমি থেকে বছরে ৩টি ফসল উৎপাদন করতে পারছি। আগে যেখানে মাত্র ১টি ফসল করতে পারতাম, এখন সেখানে ৩টি ফসল করে অধিক ফসল ফলাতে পারছি। এতে আমাদের লাভ হচ্ছে। আমাদের আর্থ সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। এ কৃতিত্ব ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের।

শরণখোলা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা দেবব্রত সরকার বলেন, আমার উপজেলার কৃষকদের কাছে ব্রি হাইব্রিড ধান-৭ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। গত বছর তারা ১০০ বিঘা জমিতে এ ধানের চাষ করেছিল। ফলন ভাল পেয়ে এ বছর ১৫০ হেক্টর জমিতে এ ধানের চাষাবাদ করেছেন। এ জাতের ধান আবাদে কৃষকের আগ্রহ বাড়ছে। একই জমিতে বছরে তিনটি ফসল করতে পারায় কৃষকরা উপকৃত হচ্ছেন।

ব্রি, গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের সাইন্টিফিক অফিসার খালিদ হাসান তারেক বলেন, আমরা দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চাই । সেই সাথে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষকরে আয় দ্বিগুণ করে দিতে আমরা কাজ করছি। খোর-পোষের কৃষিকে আমরা বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তর করছি। সে জন্যই ৩ জেলায় ব্রি উদ্ভাবিত ধানের জাত আমরা কৃষকের মাঝে ছড়িয়ে দিচ্ছি। এক ফসলী জমিকে আমরা দুই ফসলী এবং দুই ফসলী জমিকে আমরা ৩ ফসলী জমিতে পরিণত করছি।

বিডি-প্রতিদিন/বাজিত

29.11.23

Srijan Chandra Das
Scientific Officer
Bangladesh Rice Research Institute
Regional Station, Gopalganj.

29.11.23

Dr. Mohammad Zahidul Islam
Senior Scientific Officer and Head
BRRI RS Gopalganj

ই-পেপার শনিবার • ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩

সত্য প্রকাশে আপসহীন

THE DAILY BHORER DAK

ভোরের ডাক

ভয় নয় করোনাকে করতে হবে জয়
ঘরে থাকুন...
আর সব খবর জানতে ক্লিক করুন
www.bhorer-dak.com

53

শরণখোলায় ব্রি হাইব্রিড ধান-৭ চাষে বাম্পার ফলন,খুশি চাষিরা

Published : Wednesday, 6 September, 2023 at 12:19 PM

অ+ অ- অ

শরণখোলা (বাগেরহাট) সংবাদদাতা : ব্রি হাইব্রিড ধান-৭ চাষ করে সফল হয়েছেন বাগেরহাটের শরণখোলা উপজেলার খোন্তাকাটা ইউনিয়নের মধ্য খোন্তাকাটা গ্রামের চাষিরা। আউশ মৌসুমের এই ধান চাষ করে হেক্টর প্রতি ৭ টনের বেশি ফলনের আশা করছেন তারা। যা কৃষকদের মতে বাম্পার ফলন।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের সহযোগীতায় গত পহেলা মে মধ্য খোন্তাকাটা গ্রামে ১৫০ বিগা জমিতে ব্রি হাইব্রিড ধান-৭ চাষ করেন একই এলাকার কৃষক ফারুক জোমাদ্দার,হালিম হাওলাদারসহ প্রায় ১০জন কৃষক। যা বীজ বপন থেকে শুরু করে ১১৫ দিনের মাথায় ফলন এসেছে। তাইতো বিস্তীর্ণ মাঠজুড়ে চোখে পড়ছে সবুজ গাছে সোনালী ধানের বাতাসে দোল খাওয়ার অপরুপ দৃশ্য। আর কিছুদিন পরেই শুরু হবে কৃষকের স্বপ্ন সোনালী ধান কেটে ঘরে তোলার সময়। তাইতো ধানের ফলন দেখে খুশি ওই মাঠের চাষীরা। এবিষয়ে কৃষক ফারুক জোমাদ্দার ও হালিম হাওলাদার বলেন,গতবছর তারা একই এলাকার একশ বিগা জমিতে ব্রি ধান-৭ চাষ করে সফল হয়েছেন। তাই তারা এবছর দেড়শ বিগা জমিতে ব্রি ধান-৭ চাষ করেছেন। যার ফলন বাম্পার হয়েছে।

Google দ্বারা বিজ্ঞাপন
এই বিজ্ঞাপন দেখা বন্ধ করুন | এই বিজ্ঞাপনটি কেন?

29.11.23
Srijan Chandra Das
Scientific Officer
Bangladesh Rice Research Institute
Regional Station, Gopalganj.

29.11.23
Dr. Mohammad Zahidul Islam
Senior Scientific Officer and Head
BRRI RS Gopalganj.

এসময় উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা দেবব্রত সরকার বলেন,গত অর্থবছর থেকে আমরা এ আউশ ধানটি চাষ করছি। গতবছর এখানে চাষাবাদ হয়েছিল একশ বিগা জমিতে। এবছর তা বাড়িয়ে দেড়শ বিগায় উন্নিত করা হয়েছে। ধানের ফলন যথেষ্ট ভাল হয়েছে । আগামীতে কৃষকরা এই ধান চাষে আরো আগ্রহী হবেন।

গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের সিনিয়র সাইন্টিফিক অফিসার এবং প্রধান ব্রি ড.মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম বলেন, ব্রি হাইব্রিড ধান-৭ আউশ মৌসুমের একটি জনপ্রিয় ধান। এই ধানের জীবনকাল ১১৫দিনের মত এবং গড় ফলন ৭টনেরও বেশি। এবছর এই এলাকায় দেড়শ বিগা জমিতে ব্রি ধান-৭ চাষ হয়েছে। যার ফলন আসা করা যায় হেক্টর প্রতি ৭ টনের বেশি হবে এবং কৃষকরাও খুশি।

Alibaba.com b2b Marketplace
Alibaba.com

53

0 comments

Sort by Oldest

29.11.23
Srijan Chandra Das
Scientific Officer
Bangladesh Rice Research Institute
Regional Station, Gopalganj.

29.11.23
Dr. Mohammad Zahidul Islam
Senior Scientific Officer and Head
BRRI RS Gopalganj.

আরও খবর

লাখাইয়ে চোরাইমাল সহ ৩ জনকে আটক করে পুলিশে দিল জনতা

হবিগঞ্জের খোয়াই নদীর বেড়িবাঁধ কেটে নিল মাটিখেকো চক্র

ঝালকাঠিতে মোটরসাইকেল কেনার টাকা না পেয়ে স্ত্রীকে হত্যা

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের কৃষি মার্কেটে ভয়াবহ আগুন

সাভারে ডিবি পরিচয়ে মাদ্রাসা শিক্ষককে তুলে নিয়ে ৯ লাখ টাকা ছিনতাই

রামগতিতে বাবা-মেয়ে খুন

অপপ্রচারের প্রতিবাদে নাজিরপুর আওয়ামীলীগের সংবাদ সম্মেলন

নড়াইলে নির্বাচনী প্রচারে দূর্বৃত্তের হামলায় গাড়ি ভাংচুর, আহত শতাধিক

ঠাকুরগাঁওয়ে বাণিজ্যিক ভাবে কলার চাষ করে স্বাবলম্বী

অস্তিত্বসংকটে দেশীয় মাছ

নিকলীতে বাড়ছে চায়না দুয়ারি জালের ব্যবহার

■ নিকলী (কিশোরগঞ্জ) সংবাদদাতা

নিকলীতে বাড়ছে চায়না দুয়ারি জালের ব্যবহার। উপজেলার নওজোড়সহ বিভিন্ন স্থানে এ জাল দিয়ে নির্বিচারে দেশীয় প্রজাতির মাছ নিধন করেন জেলেরা। এতে করে নদীতে মাছিম্ব পাওয়ে পড়ছে দেশীয় প্রজাতির এসব মাছ। বিশেষ করে বাচ্চা প্রজনন মৌসুমে ছিলকাজাল পুঁটি, টাকরা, কই, শিং, বাগাইড়, বোয়াল, পেকো, টাকিসহ দেশি প্রজাতির সব মাছ চায়না দুয়ারির জাঁকে নিধন হচ্ছে। এতে করেই মাছশূন্য হয়ে পড়ছে নদনদী ও খাল বিল।

স্থানীয়রা জেলে সূত্রে, উপজেলা পদ্ম, সিংগুর, মাছখোলা, কাজলীকান্দা, ভাকরী ও কাটিকাতা বিল হাকাটির বড়, নোয়াটিয়া, সোহাগীকান্দা বিভিন্ন নদনদীতে বাচ্চা ধরার জন্য চায়না জাল পেতে রাখা হয়েছে। দুপুরের দিকে নদীতে ৪ জাল ফেলা হয় এবং পরদিন সকালে জাল তোলা হয়। জেলেরা জানান, চায়না দুয়ারি জালে ঝাঁকের বাচ্চার পড়ে ৪ সেন্টিমিটারের চেয়েও ছোটগুলো। একেবারে এই জালে সব মাছের বাচ্চা ধরা পড়ে। পরবর্তী সময় তারা মারা যায় এবং পানি সরে যাওয়ার পর মাছগুলো পচে এলাকা দুর্গন্ধময় হয়ে ওঠে। এতে করে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। এসব মাছ খেলে মানুষের ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে।

উপজেলা নিকলী উপজেলার দক্ষিণ ইজারা বাজার, খুলুর পাড়ের পেকোর নদীতে চায়না দুয়ারি জাল ফেলা হয়। সরা হাত নদীতে হাজার পর সকালে জাল তোলা হয়। এতে দেশীয় প্রজাতির বিলুপ্তপ্রায় সব মাছ ও নদীতে থাকা জলজন্তুরা মারা পড়ে। এমনকি ছোট ছোট মাছের ডিমও ৪ জাল দিয়ে মাছ ধরলে কিছু দিন পর মাছের পরিমাণ মাছ জেলেরা মাছ পাওয়ার কঠিন হবে।

স্থানীয় জেলে মানুষ জানান, পেকোরিয়া নদীতে মাছে চায়নাদুয়ারি জাল দিয়ে মাছ ধরাচ্ছে। মাছগুলি জালে পড়ে ৫ হাজার এমন চায়না দুয়ারি দিয়ে মাছ ধরি। মাছগুলি জালের চাপে চায়না দুয়ারির জাঁকে পেশি পড়ছে বলে।

জন জেলে মজু মিয়া বলেন, 'আমি মাছের বাচ্চা ধরার নদীতে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করি। এখন নদীগুলোর অধিকাংশ স্থানে চায়না দুয়ারি দিয়ে মাছ ধরেন। নদিয়ে কাজের বাড়ি-বাজারগুলোতে মাছগুলোকে ৪ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকায় পাওয়া যায় ৪ চায়না দুয়ারি জাল।'

এসব চায়না এ বছরে পাড়ে আছে জন মাছ নিকলীর জালাল, চায়না দুয়ারি দিয়ে মাছ ধরা ঠিক নয়, এটি জানার পরও তারা এই জাল ব্যবহার করছে। স্থানীয় চায়নাদার জনতা এই জাল দিয়ে নদীতে মাছ ধরছে।

নিকলী উপজেলার তালতা কাজিকাটা জাহিদুল ইসলাম বলেন, 'চায়না দুয়ারি কারণে মাঝে মধ্যে ৪ হাজার মাছশুদ্ধ নদনদী ও জলজলাশয়ে জমিতে হয়। মাছে মাছশূন্য নদনদী জলজলাশয়ে জন্যের ভুগে। চায়না দুয়ারি জালের ব্যবহার বন্ধ সরাইকে সচেতন করে হবে।'

উপজেলা নিকলী কাজিকাটা পশ্চিমা পাড়বিন ও উপজেলা পরবর্তী ভাঙ্গনপাড়া (বুড়ি) প্রতিনিধি সবির বলেন, 'চায়না দুয়ারি কারণে বাজার বন্ধ। এই জাল দেয়াজেকে কারণে কিছু ৪ জাল দিয়ে মাছ নিধনের জন্য প্রচারণা, মাইকিং, ৪ প্রতিনিধির নিকট হয়েছে। চায়না দুয়ারি জালের ব্যবহার টেকাতে প্রশাসন ৪ থানা বিভাগ থেকে সহযোগিতা কামনা করে।'

নিকলী (কিশোরগঞ্জ) : চায়না দুয়ারি জাল দিয়ে এলাকার মাছ ধরা হচ্ছে —ইত্তেফাক

চাঁপাইনবাবগঞ্জে মাদক মামলায় এক জনের যাবজ্জীবন

■ চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ভোলাহাট এক মুলাকাত মাদকমামলায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদালত আরো এক বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। সোমবার দুপুর চাঁপাইনবাবগঞ্জ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আদালত বিচারক মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন ভোলাহাট জেলার (২৫) গোলাপের দুপুর চাঁপাইনবাবগঞ্জের বিভিন্ন সরাইয়ের মাদক মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন আলমগির উপজিলার ৪ হাজার গোলাপ কারণে প্রতিপক্ষের মাদকবিরোধী অভিযান চালান। ২০২১ সালের ১৮ মার্চের বিকালে গোলাপ সরাইগাছা উপজিলার চাঁপাইনবাবগঞ্জের মহিলার এলাকায় গোলাপের বাড়ি থেকে ৪ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। এই দিন রাতের পরের দুপুরের দিকে পরবর্তী বাদী হয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর থানায় মামলা করেন। মামলার চাঁপাইনবাবগঞ্জের কর্মকর্তা চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর থানার এসআই চন্দ্রমোহন মহিলার ৪ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। অতিরিক্ত ১ জেলি ২২৫ গ্রাম গাঁজাসহ মামলা জব্দতিক প্রমাণিত করা হয়। এই দিন রাতের পরের দুপুরের দিকে পরবর্তী পরবর্তী বাদী হয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর থানায় মামলা করেন। মামলার চাঁপাইনবাবগঞ্জের কর্মকর্তা চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর থানার এসআই চন্দ্রমোহন মহিলার ৪ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। অতিরিক্ত ১ জেলি ২২৫ গ্রাম গাঁজাসহ মামলা জব্দতিক প্রমাণিত করা হয়।

সিরাজগঞ্জে শাশুড়ি হত্যা মামলায় পলাতক পুত্রবধূ গ্রেফতার

■ শিয়ালকোল প্রতিনিধি

শিয়ালকোল উপজেলার মাসুদাবাদ গ্রামে বোনের দেবরা হয়ে মামলার পর বাড়ি পর প্রধান উপজেলা হয়েছে। মামলাটির মোকাবেলে তার পুত্রবধূ উনি খাতুনকে (৪৫) পর গ্রেফতার প্রেমেরার করেছে শিয়ালকোল। শিয়ালকোল শিয়ালকোল পুলিশ সূত্রে, প্রেমেরার ঘটনা পেমেরার পরবর পাশাপাশি বোন তার ভাই।

তিনি বলেন, ২০২৩ সালের ১৭ মে সন্ধ্যায় বুধ মোমেন (৭০)কে বুধবার বাসে উঠার পর পুলিশ। এরপর তিনিসহ বোনের ভাবনী মামলাকে মামলা দায়ের করে বাদী হয়ে উপজেলা থানায় মামলাটির তদ্ত মামলা আরোর করেন। পরবর্তী সময় তিনিসহ মামলাকারী চাঁপাই হয়ে যান পরবর্তীকালে কমা হয়। মোমেন সেরেরাবে আশুলাবে করে হয়ে কর হয়েছে। মামলাকারী চাঁপাই গাছ মতের নাতি (মেয়ের মেয়ে) তা, আমিনুল ইসলাম বাবু এবারের নাতিরা তিন জনের মধ্যের বড় তিন জনের বাড়ে উপজেলা থানায় এবারের পরবর্তী করেন। তিনজনি মোমেন সেরেরা হয়ে নাতির বাড়ি তিনি বাড়ি করে হয়ে মামলা কারণের পরবর্তী করেন। এ কারণে তার পক্ষ মামলাটিকে মামলাবিদ্ধ হয়। এর পরিবার পুর পরিবর্তিতরেরা বাড়ে আশুলাবে করে হয়ে করে কারণের দিয়ে কারণের পক্ষ মোমেন মামলার হয়। পরে মামলার শিয়ালকোল নিবিরেরী পেরে পর প্রকারের মামলা পরবর্তনপুরের প্রেমেরার কারণে হয়ে পরবর্তন পুরানো দিন পাড়ুনের প্রেমেরার করে। তিনি ১৯৪ বছর বোন উনিরার বাড়ে মোকাবে মামলার উপজেলিকুলের কর্মকর্তাদের প্রেমেরা করেন। এরপরের দিন পাড়ুনের বড় মোমে মামলা প্রকারের প্রেমেরে করেন পুলিশ।

গোপালগঞ্জ : ট্রি হাইব্রিড ধানের খেত —ইত্তেফাক

তিন জেলায় জনপ্রিয় হচ্ছে হাইব্রিড ধান ব্রি-৭

■ গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয় গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলার কৃষকের উপজেলা কৃষিকে কার্যালয় থেকে। গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয় ২০২০ সাল থেকে ৪ তিন জেলায় ট্রি হাইব্রিড উচ্চ ফলনশীল ও হাইব্রিড জাতের ধানের চাষাবাদে কৃষকদের উৎসাহিত করে আসছে। উচ্চ উচ্চ ফলনশীল ও হাইব্রিড জাতের ট্রি-৭ ধানের চাষাবাদ করে কৃষক হচ্ছেন ফলন পেয়ে পাকাধান আসছে। এ কারণে ৪ তিন জেলায় দিন দিন জনপ্রিয় হচ্ছে ট্রি হাইব্রিড ধান চাষ।

চলতি মৌসুমে ট্রি, গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের পরামর্শমতো গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলার কৃষক ট্রি হাইব্রিড ধান-৭ চাষাবাদ করে ভালো ফলন পেয়েছেন। এ কারণে ৪ তিন জেলায় ট্রি হাইব্রিড ধান চাষ। ৪ কাতারে ধান রোপণ করেছেন। ৪ কাতারে ধান রোপণ করে কৃষক ভালো ফলন পেয়ে

Bengali

DiptoTimes

বাগেরহাটের যুগীডাঙ্গা বুকে ব্রি ধান-৮৭ এর ফসল কর্তন ও মাঠ দিবস

আপডেট টাইম : ০৬:৫৮:৩৪ অপরাহ্ন, সোমবার, ৩০ অক্টোবর ২০২৩

বাগেরহাট সদর উপজেলার খানপুর ইউনিয়নের যুগীডাঙ্গা এলাকায় ব্রি ধান-৮৭ এর ফসল কর্তন ও মাঠ দিবস অনুষ্ঠান।

বাগেরহাট প্রতিনিধি

বাগেরহাট সদর উপজেলার খানপুর ইউনিয়নের যুগীডাঙ্গা এলাকার বাংলাদেশ ধান গবেষনা ইনস্টিটিউট (ব্রি) আঞ্চলিক কার্যালয় গোপালগঞ্জ এর সার্বিক সহযোগীতায় ব্রি ধান-৮৭ এর ফসল কর্তন ও মাঠ দিবস অনুষ্ঠান সোমবার (৩০ অক্টোবর) বিকেল ৫টায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর আয়োজনে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খামারবাড়ি বাগেরহাট এর উপ-পরিচালক শংক কুমার মজুমদার। বিশেষ অতিথি ছিলেন, উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ তন্ময় কুমার দত্ত। বাংলাদেশ ধান গবেষনা ইনস্টিটিউট (ব্রি) আঞ্চলিক কার্যালয় গোপালগঞ্জ এর প্রধান ও সিনিয়ন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড, মোঃ জাহিদুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ও বক্তৃতা করেন, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার কৃষিবিদ মেহেদী হাসান, বৈজ্ঞানিক সৃজন চন্দ্র দাস, উপ-সহকারী কৃষি অফিসার দেবব্রত মন্ডল, বিকাশ সরকার ও ওর্য়াড আওয়ামী লীগের সভাপতি চিন্ময় কুমার দেবনাথ প্রমুখ। এর আগে ব্রি ধান-৮৭কর্তন করে এর শুভ উদ্ভোধন করা হয়। এসময় বিপুল সংখ্যাক কৃষক/ কৃষানীবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

Post Views: 119

29.11.23
Srijan Chandra Das
Scientific Officer
Bangladesh Rice Research Institute
Regional Station, Gopalganj.

29.11.23
Dr. Mohammad Zahidul Islam
Senior Scientific Officer and Head
BRRI RS Gopalganj.

দৈনিক
আজকের বসুন্ধরা
The Daily Ajker Basundhara
ঢাকা, মঙ্গলবার, ৩১ অক্টোবর ২০২৩ ইং, ১৫ কার্তিক ১৪৩০ বাংলা, ১৫ রবিউস সানি ১৪৪৫ হিজরী

বাগেরহাটের যুগীডাঙ্গা রকে ব্রি ধান-৮৭ এর ফসল কর্তন ও মাঠ দিবস

বাগেরহাট সদর প্রতিনিধি

বাগেরহাট সদর উপজেলার খানপুর ইউনিয়নের যুগীডাঙ্গা এলাকার বাংলাদেশ ধান গবেষনা ইনস্টিটিউট (ব্রি) আঞ্চলিক কার্যালয় গোপালগঞ্জ এর সার্বিক সহযোগীতায় ব্রি ধান-৮৭ এর ফসল কর্তন ও মাঠ দিবস অনুষ্ঠান সোমবার (৩০ অক্টোবর) বিকেল ৫টায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর আয়োজনে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খামারবাড়ি বাগেরহাট এর উপ-পরিচালক শংকে কুমার মজুমদার। বিশেষ অতিথি ছিলেন, উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ তন্ময় কুমার দত্ত। বাংলাদেশ ধান গবেষনা ইনস্টিটিউট (ব্রি) আঞ্চলিক কার্যালয় গোপালগঞ্জ এর প্রধান ও সিনিয়র বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড, মোঃ জাহিদুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ও বক্তৃতা করেন, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার কৃষিবিদ মেহেদী হাসান, বৈজ্ঞানিক সৃজন চন্দ্র দাস, উপ-সহকারী কৃষি অফিসার দেবব্রত মন্ডল, বিকাশ সরকার ও ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি চিন্ময় কুমার দেবনাথ প্রমুখ। এর আগে ব্রি ধান-৮৭কর্তন করে এর শুভ উদ্বোধন করা হয়। এসময় বিপুল সংখ্যক কৃষক/কৃষানীবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

29.11.23
Srijan Chandra Das
Scientific Officer
Bangladesh Rice Research Institute
Regional Station, Gopalganj.

29.11.23
Dr. Mohammad Zahidul Islam
Senior Scientific Officer and Head
BRRI RS Gopalganj.

খুলনা ৩১ অক্টোবর ২০২৩, ১৫ কার্তিক ১৪৩০, ১৫ রবিউস সানি
রেজিঃ নং-কেএন ৪৬৯/১০, ১৪তম বর্ষ, সংখ্যা ১১৯ পৃষ্ঠা ৪, মূল্য

সময়ের খবর

উত্তর...পূর্ব...পশ্চিম...দক্ষিণ

বাগেরহাটে ব্রি ধান-৮৭ এর ফসল কর্তন ও মাঠ দিবস

ফুলকাটি (বাগেরহাট) প্রতিনিধি

বাগেরহাট সদর উপজেলার খানপুর ইউনিয়নের ঘুগীডাঙ্গা এলাকার বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) আঞ্চলিক কার্যালয় গোপালগঞ্জের সার্বিক সহযোগিতায় ব্রি ধান-৮৭ এর ফসল কর্তন ও মাঠ দিবস সোমবার বিকেলে অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খামারবাড়ি বাগেরহাটের উপ-পরিচালক শকে কুমার মজুমদার। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ তন্ময় কুমার দত্ত। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) আঞ্চলিক কার্যালয় গোপালগঞ্জের প্রধান ও সিনিয়র বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোঃ জাহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ও বক্তৃতা করেন উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার কৃষিবিদ মেহেদী হাসান, বৈজ্ঞানিক সৃজন চন্দ্র দাস, উপ-সহকারী কৃষি অফিসার দেবব্রত মন্ডল, বিকাশ সরকার ও ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি চিন্ময় কুমার দেবনাথ প্রমুখ। এর আগে ব্রি ধান-৮৭ কর্তন করে এর শুভ উদ্বোধন করা হয়। এসময় বিপুল সংখ্যক কৃষক/কৃষাণীকুলরা উপস্থিত ছিলেন।

বাগেরহাট সদর উপজেলার খানপুর ইউনিয়নের ঘুগীডাঙ্গা এলাকায় ব্রি ধান-৮৭ এর ফসল কর্তন ও মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়...প্রতিনিধি।

29.11.23
Srijan Chandra Das
Scientific Officer
Bangladesh Rice Research Institute
Regional Station, Gopalganj

29.11.23
Dr. Mohammad Zahidul Islam
Senior Scientific Officer and Head
BRRI RS Gopalganj.

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

আপডেট : ২৫ নভেম্বর, ২০২৩ ১৭:৩৩

আমনে আশার পথ দেখাচ্ছে ব্রি ধান-১০৩

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি

আমন ধানে নতুন আলো ছড়াচ্ছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল ধানের নতুন জাত ব্রি ধান-১০৩। স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন এ ধানের জাতে রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম। এ জাতটি বিদ্যমান জাতের তুলনায় বিঘাপ্রতি ১ থেকে ২ মণ বেশি ফলন দিয়েছে। খড়ের উৎপাদনও বেশ ভাল।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধান ও সিনিয়র সাইন্টিফিক অফিসার ড.মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম এ তথ্য জানিয়েছেন।

ওই কর্মকর্তা বলেন, আমরা ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি ও দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে ব্রি উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল ও হাইব্রিড ধান নিয়ে গোপালগঞ্জ, বাগেরহাট ও নড়াইল জেলায় কাজ করছি। চলতি আমন মৌসুমে ৩ জেলায় ব্রি ধান-১০৩ এর প্রদর্শনী প্লট করা হয়। গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার ঘোনাপাড়া গ্রামের কৃষক মোঃ আরজ আলী খন্দকারের জমিতে উৎপাদিত ধান কেটে পরিমাপ করে দেখা গেছে প্রতি বিঘায় (৩৩ শতাংশ) এ ধান ২২ মণ ফলন দিয়েছে। বাগেরহাট ও নড়াইল জেলায় এ ধান আশানুরূপ ফলেছে। তাই আমন মৌসুমে দেশের ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষকের আর্থসামাজিক অবস্থার বিপ্লব ঘটাবে ব্রি ধান-১০৩।

ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. মোঃ আব্দুল লতিফ বলেন, ব্রি ধান-১০৩ এ আধুনিক উফশী ধানের সব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। ধানের দানা লম্বা ও চিকন। ১ হাজার টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২৩ দশমিক ৭ গ্রাম। এ ধানের প্রোটিন এবং অ্যামাইলোজের পরিমাণ যথাক্রমে ৮.৩ শতাংশ এবং ২৪ শতাংশ। প্রতি হেক্টরে এ জাতটির গড় ফলন ৬.২ টন। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে প্রতি হেক্টরে ৭.৯৮ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম। এ জাতের গড় জীবনকাল ১৩০ দিন (১২৮-১৩৩ দিন)। গত বছর এ ধানের জাত অবমুক্ত করা হয়েছে। এ বছর কৃষকের মাঠে আমন সৌসুমে এ ধান সবচেয়ে বেশি ফলন দিয়েছে। এ ধান চাষাবাদ করে কৃষক ১ ফসলী জমিকে ২ ফসলী ও ২ ফসলী জমিকে ৩ ফসলী জমিতে পরিণত করতে পারেন। ফসলের নীবিড়তা বৃদ্ধি করে কৃষক লাভবান হবেন।

Srijan Chandra Das
Scientific Officer
Bangladesh Rice Research Institute
Regional Station, Gopalganj

Dr. Mohammad Zahidul Islam
Senior Scientific Officer and Head
BRRI RS Gopalganj.

ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের সাইন্টিফিক অফিসার সৃজন চন্দ্র দাস জানান, এ জাতটি রোপা আমন মৌসুমে বৃষ্টি নির্ভর চাষাবাদ উপযোগী। এ ধানের চাষাবাদ অন্যান্য উফশী রোপা আমন ধানের মতোই। বীজ বপনের

উপযুক্ত সময় ১৫ জুন থেকে ৭ জুলাই পর্যন্ত। সারের মাত্রা অন্যান্য উফশী জাতের মতোই। এ ধানের জাতে রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ নেই বললেই চলে। তাই ধান উৎপাদনে খরচ সাশ্রয় হয়। আমরা আগামী আমন মৌসুমে কৃষককে দিয়ে এ জাতের ধান বেশি বেশি চাষাবাদ করাব। সেভাবেই বীজ উৎপাদন করা হয়েছে।

গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার গোবরা ইউনিয়নের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা পার্বতী বৈরাগী বলেন, আমার ব্লকে ব্রি ধান-১০৩ এর ২টি প্রদর্শনী প্লট করে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট। প্রতিটি প্লটেই ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে। কৃষক লাভজনক এ ধান চাষে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। ব্রি বীজ দিলে আগামী বছর আমরা এ ধানের চাষাবাদ ছড়িয়ে দিতে পারব। এতে দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি কৃষক আর্থিকভাবে লাভবান হবেন।

গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার ঘোনাপাড়া গ্রামের কৃষক মোঃ আরজ আলী খন্দকার বলেন, স্থানীয় আমনে বিঘায় ৪-৫ মণ ফলন পেতাম। সময় লাগত ১৮০ দিন। পরে কৃষি বিভাগের পরামর্শে আমানের উফশী সহ অন্যান্য জাত করেছি। সেখানে বিঘায় ১৮-২০ মণ ফলন পেয়েছিলাম । কিন্তু এ বছর ব্রি ধান-১০৩ করে বিঘায় ২২ মণ ধান পেয়েছি। সময় লেগেছে ১৩০ দিন। এ ধানের পোকার আক্রমণ হয়নি। সেচ খরচ লাগেনি। ফলনও ২ মণ বেশি পেয়েছি। কম খরচে বেশি ধান পেয়ে লাভবান হয়েছি। এ ধান কেটে জমিতে বছরে ৩ থেকে ৪ টি ফসল করতে পারছি। আমি আগামীতে এ ধান করব। বীজ পেলে আমার প্রতিবেশীরাও এ ধান চাষাবাদ করবে বলে জানিয়েছেন।

বিডি প্রতিদিন/নাজমুল

29.11.23
Srijan Chandra Das
Scientific Officer
Bangladesh Rice Research Institute
Regional Station, Gopalganj

29.11.23
Dr. Mohammad Zahidul Islam
Senior Scientific Officer and Head
BRRI RS Gopalganj.

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

আপডেট : ২৫ নভেম্বর, ২০২৩ ১৭:১৯

গোপালগঞ্জে ব্রি ধান-১০৩ এর ফসল কর্তন উৎসব

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল ধানের নতুন জাত ব্রি ধান-১০৩ এর ফসল কর্তন উৎসব ও কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার দুপুরে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার ঘোনাপাড়া গ্রামের কৃষক মো. আরজ আলী খন্দকারের জমিতে উৎপাদিত ব্রি ধান-১০৩ কেটে ফসল কর্তণ উৎসব করা হয়।

এ উপলক্ষে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত কৃষক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) পরিচালক ড. মোঃ আব্দুল লতিফ।
(ব্রি) গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ে প্রধান ও সিনিয়র সাইন্টিফিক অফিসার ড. মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কৃষক সমাবেশে ব্রি'র সাইন্টিফিক অফিসার সৃজন চন্দ্র দাস, মো. খালিদ হাসান তারেক, গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার গোবরা ইউনিয়নের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা পার্বতী বৈরাগী, কৃষক আরজ আলী খন্দকার সহ আরো অনেকে বক্তব্য রাখেন।

ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. মো. আব্দুল লতিফ বলেন, ব্রি ধান-১০৩ এ আধুনিক উফশী ধানের সব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। ধানের দানা লম্বা ও চিকন। ১ হাজারটি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২৩ দশমিক ৭ গ্রাম। এ ধানের প্রোটিন এবং অ্যামাইলোজের পরিমাণ যথাক্রমে ৮.৩ শতাংশ এবং ২৪ শতাংশ। প্রতি হেক্টরে এ জাতটির গড় ফলন ৬.২ টন। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে প্রতি হেক্টরে ৭.৯৮ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম। এ জাতের গড় জীবনকাল ১৩০ দিন (১২৮-১৩৩ দিন)। গত বছর এ ধানের জাত অবমুক্ত করা হয়েছে। এ বছর কৃষকের মাঠে আমন সৌসুমে এ ধান সবচেয়ে বেশি ফলন দিয়েছে। এ ধান চাষাবাদ করে কৃষক ১ ফসলী জমিকে ২ ফসলী ও ২ ফসলী জমিকে ৩ ফসলী জমিতে পরিনত করতে পারেন। ফসলের নীবিড়তা বৃদ্ধি করে কৃষক লাভবান হবেন। গোপালগঞ্জে এ জাতের ধান হেক্টরে ৬ টনের ওপরে ফলন দিয়েছে বলে ওই কর্মকর্তা জানান।

কৃষক সমাবেশে গোপালগঞ্জ সদর, টুঙ্গিপাড়া ও বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট উপজেলার শতাধিক কৃষক এবং কৃষাণী অংশ নেন।

29.11.23
Srijan Chandra Das
Scientific Officer
Bangladesh Rice Research Institute
Regional Station, Gopalganj.

29.11.23
Dr. Mohammad Zahidul Islam
Senior Scientific Officer and Head
BRRI RS Gopalganj.

কৃষি

আমনে নতুন আলো ব্রি ধান১০৩

মনোজ সাহা, গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি | প্রকাশিত: ০১:২০, ২৬ নভেম্বর ২০২৩

ফন্ট সাইজ - ডি +

আমন ধানে নতুন আলো ছড়াচ্ছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল ধানের নতুন জাত ব্রি ধান১০৩। স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন এ ধানের জাতে রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয়েছে। এ জাতটি বিদ্যমান জাতের

BVNEWS24
Follow Page
বিজ্ঞাপন
Share

সর্বাধিক পঠিত

হঠাৎ বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নরের গোপন ব্রিফিং
আওয়ামী লীগের প্রার্থী চূড়ান্তের দ্বিতীয় দিন আজ
আবারও দেশজুড়ে সর্বাত্মক অবরোধের ডাক
জামায়াতের মিছিল-মিটিংয়ের সুযোগ বিষয়ে যা বললেন আইনজীবী
রংপুর ও রাজশাহী বিভাগে আওয়ামী লীগের প্রার্থী চূড়ান্ত
দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২৫.১৬ বিলিয়ন ডলার

29.11.23
Srijan Chandra Das
Scientific Officer
Bangladesh Rice Research Institute
Regional Station, Gopalganj.

29.11.23
Dr. Mohammad Zahidul Islam
Senior Scientific Officer and Head
BRRI RS Gopalganj.

তুলনায় বিঘাপ্রতি ১ থেকে ২ মণ বেশি ফলন দিয়েছে। খড়ের উৎপাদনও বেশ ভালো। আমন মৌসুমে সবেচেয়ে বেশি ফলন দিতে সক্ষম চিকন নতুন এ জাতের ধান কৃষকের মাঠে প্রথম চাষাবাদে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে আশার আলো জাগিয়েছে।

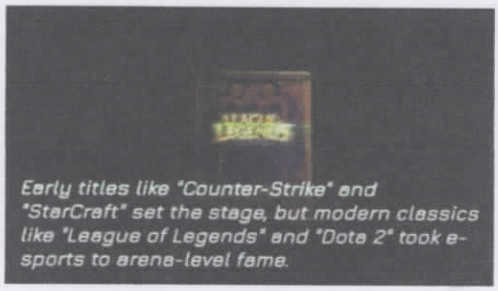

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধান ও সিনিয়র সাইন্টিফিক অফিসার ড.মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম এ তথ্য জানিয়েছেন। ওই কর্মকর্তা বলেন, আমরা ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি ও দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে ব্রি উদ্ভবিত উচ্চফলনশীল এবং হাইব্রিড ধান নিয়ে গোপালগঞ্জ, বাগেরহাট ও নড়াইল জেলায় কাজ করছি। চলতি আমন মৌসুমে ৩ জেলায় ব্রি ধান১০৩ এর প্রদর্শনী প্লট করা হয়। গোপাগঞ্জ সদর উপজেলার ঘোনাপাড়া গ্রামের কৃষক মো. আরজ আলী খন্দকারের জমিতে উৎপাদিত ধান কেটে পরিমাপ করে দেখা গেছে প্রতি বিঘায় (৩৩ শতাংশ) এ ধান ২২ মন ফলন দিয়েছে। বাগেরহাট ও নড়াইল জেলায় এ ধান আশানুরূপ ফলেছে। তাই আমন মৌসুমে দেশের ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষকের আর্থসামাজিক অবস্থার বিপ্লব ঘটাবে ব্রি ধান১০৩।

ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. মো. আব্দুল লতিফ বলেন, ব্রি ধান১০৩ এ আধুনিক উফশী ধানের সব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। ধানের দানা লম্বা ও চিকন। ১ হাজার টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২৩ দশমিক ৭ গ্রাম। এ ধানের প্রোটিন এবং অ্যামাইলোজের পরিমাণ যথাক্রমে ৮.৩ শতাংশ এবং ২৪ শতাংশ। প্রতি হেক্টরে এ জাতটির গড় ফলন ৬ .২ টন। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে প্রতি হেক্টরে ৭.৯৮ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম। এ জাতের গড় জীবনকাল ১৩০ দিন (১২৮-১৩৩ দিন)। গত বছর এ ধানের জাত অবমুক্ত করা হয়েছে। এ বছর কৃষকের মাঠে আমন সৌসুমে এ ধান সবচেয়ে বেশি ফলন দিয়েছে। এ ধান চাষাবাদ করে কৃষক ১ ফসলি জমিকে ২ ফসলি ও ২ ফসলি জমিকে ৩ ফসলি জমিতে পরিণত করতে পারেন। ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি করে কৃষক লাভবান হবেন।

ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের সাইন্টিফিক অফিসার সৃজন চন্দ্র দাস জানান, এ জাতটি রোপা আমন মৌসুমে বৃষ্টি নির্ভর চাষাবাদ উপযোগী। এ ধানের চাষাবাদ অন্যান্য উফশী রোপা আমন ধানের মতোই। বীজ বপনের উপযুক্ত সময় ১৫ জুন থেকে ৭ জুলাই পর্যন্ত। সারের মাত্রা অন্যান্য উফশী জাতের মতোই । এ ধানের জাতে রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ নেই বললেই চলে। তাই ধান উৎপাদনে খরচ সাশ্রয় হয়। আমরা আগামী আমন মৌসুমে কৃষককে দিয়ে এ জাতের ধান বেশি বেশি চাষাবাদ করাবো। সেভাবেই বীজ উৎপাদন করা হয়েছে।

গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার গোবরা ইউনিয়নের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা পার্বতী বৈরাগী বলেন, আমার ব্লকে ব্রি ধান১০৩ এর ২টি প্রদর্শনী প্লট করে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট। প্রতিটি প্লটেই ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে। কৃষক লাভজনক এ ধান চাষে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। ব্রি বীজ দিলে আগামী বছর আমরা এ ধানের চাষাবাদ ছড়িয়ে দিতে পারবো। এতে দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি কৃষক আর্থিকভাবে লাভবান হবেন।

গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার ঘোনাপাড়া গ্রামের কৃষক মো. আরজ আলী খন্দকার বলেন, স্থানীয় আমনে বিঘায় ৪/৫ মন ফলন পেতাম। সময় লাগত ১৮০ দিন। পরে কৃষি বিভাগের পরামর্শে আমানের উফশীসহ অন্যান্য জাত করেছি। সেখানে বিঘায় ১৮/২০ মন ফলন পেয়েছিলাম। কিন্তু এ বছর ব্রি ধান১০৩ করে বিঘায় ২২ মন ধান পেয়েছি। সময় লেগেছে ১৩০ দিন। এ ধানের পোকার আক্রমন হয়নি। সেচ খরচ লাগেনি।ফলনও ২ মন বেশি পেয়েছি। কম খরচে বেশি ধান পেয়ে লাভবান হয়েছি। এ ধান কেটে জমিতে বছরে ৩ থেকে ৪টি ফসল করতে পারছি। আমি আগামীতে এ ধান করব। বীজ পেলে আমরা প্রতিবেশীরাও এ ধান চাষাবাদ করবে বলে জানিয়েছেন।

29.11.23
Dr. Mohammad Zahidul Islam
Senior Scientific Officer and Head
BRRI RS Gopalganj

বিভি/রিসি

29.11.23
Srijan Chandra Das
Scientific Officer
Bangladesh Rice Research Institute
Regional Station, Gopalganj

মন্তব্য করুন:

বাসস

২৫ নভেম্বর ২০২৩, ১৬:৫৭

গোপালগঞ্জে ব্রি ধান-১০৩ এর ফসল কর্তন উৎসব

টুঙ্গিপাড়া (গোপালগঞ্জ), ২৫ নভেম্বর, ২০২৩ (বাসস): বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল ধানের নতুন জাত 'ব্রি ধান-১০৩' এর ফসল কর্তন উৎসব ও কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার দুপুরে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার ঘোনাপাড়া গ্রামের কৃষক মো. আরজ আলী খন্দকারের জমিতে উৎপাদিত ব্রি ধান-১০৩ কেটে ফসল কর্তন উৎসব করা হয়।

এ উপলেক্ষে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত কৃষক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন ব্রি'র পরিচালক ড. মো. আব্দুল লতিফ।

ব্রি'র গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ে প্রধান ও সিনিয়র সাইন্টিফিক অফিসার ড. মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কৃষক সমাবেশে ব্রি'র সাইন্টিফিক অফিসার সৃজন চন্দ্র দাস, মো. খালিদ হাসান তারেক, গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার গোবরা ইউনিয়নের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা পার্বতী বৈরাগী, কৃষক আরজ আলী খন্দকারসহ আরো অনেকে বক্তব্য রাখেন।

ব্রি'র পরিচালক ড. মো. আব্দুল লতিফ বলেন, ব্রি ধান-১০৩ এ আধুনিক উফশী ধানের সব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। ধানের দানা লম্বা ও চিকন। ১ হাজার টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২৩ দশমিক ৭ গ্রাম। এ ধানের প্রোটিন এবং অ্যামাইলোজের পরিমাণ যথাক্রমে ৮ দশমিক ৩ শতাংশ এবং ২৪ শতাংশ। প্রতি হেক্টরে এ জাতটির গড় ফলন ৬ দশমিক ২ টন। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে প্রতি হেক্টরে ৭ দশমিক ৯৮ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম। এ জাতের গড় জীবনকাল ১৩০ দিন (১২৮-১৩৩ দিন)। গতবছর এ ধানের জাত অবমুক্ত করা হয়েছে। এ বছর কৃষকের মাঠে আমন সৌসুমে এ ধান সবচেয়ে বেশি ফলন দিয়েছে। এ ধান চাষাবাদ করে কৃষক ১ ফসলী জমিকে ২ ফসলী, ও ২ ফসলী জমিকে ৩ ফসলী জমিতে পরিনত করতে পারেন। ফসলের নিবীড়তা বৃদ্ধি করে কৃষক লাভবান হবেন। গোপালগঞ্জে এ জাতের ধান হেক্টরে ৬ টনের ওপরে ফলন দিয়েছে বলে ওই কর্মকর্তা জানান। কৃষক সমাবেশে গোপালগঞ্জ সদর, টুঙ্গি ও

29.11.23
Srijan Chandra Das
Scientific Officer
Bangladesh Rice Research Institute
Regional Station, Gopalganj

29.11.23
Dr. Mohammad Zahidul Islam
Senior Scientific Officer and Head
BRRI RS Gopalganj

ePaper Bangla

Sunday - November 26th 2023

The Daily CITIZEN TIMES
Always Stands by the Truth

Free distribution of hybrid rice seeds to farmers in Gopalganj

BANGLADESH AGRICULTURE

নিজস্ব প্রতিবেদক 25-11-2023 18

Sanjay (Gopalganj) Correspondent:

To increase the production of paddy in Boro season at Gopalganj, Bangladesh Rice Research Institute Gopalganj regional office has distributed free hybrid and upsi rice seeds among the farmers.

Director of Administration and General Services Department of Bangladesh Rice Research Institute Dr. Muhammad Abdul Latif was present as the chief guest of the program and distributed these seeds.

Under the chairmanship of Rice Research Institute Gopalganj regional office Mo Zahidul Islam, scientific officers of the office Srijan Chandra Das and Khalid Hasan Tarek and Deputy Assistant Agriculture Officer of Gopalganj Sadar Upazila Parvati Bairagi spoke. Later, a field day was held on Bri-Dhan 103 with the farmers of Gopalganj Sadar, Tungipara and Mollahat upazilas.

Director of Administration and General Services Department of Bangladesh Rice Research Institute Dr. Muhammad Abdul Latif said Bri-Dhan 103 is a high yielding rice of Amon season. Its yield is about 6 tons per hectare which is much more than the local variety. He said that the yield of hybrid rice varieties Bri hybrid 3, Bri hybrid 5 and Bri hybrid 8 for Boro season is higher than other hybrid rice brought from abroad. The government is going to stop sowing foreign hybrid rice seeds from 2025. Therefore, he called upon all the farmers to come forward in the cultivation of hybrid and Upsi rice developed by Bri.

Md. Zahidul Islam, Incharge of Rice Research Institute Gopalganj Regional Office, said that the yield of Bri Rice 103, a variety of Upsi rice developed by Bri, is more than that of Bri Rice 86, which was popular before. This rice is very suitable for cultivation in the environment of Gopalganj and its surrounding areas. He said if this rice is cultivated, the farmer will be more profitable.

DCT/OL/SMKN/END

RELATED POST: # Country # Agriculture

29.11.23

Srijan Chandra Das
Scientific Officer
Bangladesh Rice Research Institute
Regional Station, Gopalganj.

29.11.23

Dr. Mohammad Zahidul Islam
Senior Scientific Officer and Head
BRRI RS Gopalganj.

হলি টাইমস
HOLY TIMES
জাতীয়

Sat, Nov 25 2023 - 3:38:02 PM +06

গোপালগঞ্জে বিনামূল্যে ধান বীজ বিতরণ ও ব্রি ১০৩ ধানের মাঠ দিবস

সঞ্জয় বিশ্বাস;গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি: গোপালগঞ্জে বোরো মৌসুমে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে হাইব্রিড ও উপসি ধানের বীজ বিতরণ করেছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউ গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রশাসন ও সাধারণ সেবা বিভাগের পরিচালক ডঃ মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এসব বীজ বিতরণ করেন। ধান গবেষণা ইনস্টিটিউ গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের ইনচার্য মো জাহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কার্যালয়ের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা সৃজন চন্দ্র দাস ও খালিদ হাসান তারেক এবং গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা পার্বতী বৈরাগী বক্তব্য রাখেন। পরে গোপালগঞ্জ সদর, টুঙ্গিপাড়া এবং মোল্লাহাট উপজেলার কৃষকদের নিয়ে ব্রি-ধান ১০৩ এর উপর একটি মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রশাসন ও সাধারণ সেবা বিভাগের পরিচালক ডঃ মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ বলেন, ব্রি-ধান ১০৩ আমন সিজনের একটি উচ্চ ফলনশীল ধান। এর হেক্টর প্রতি ফলন প্রায় ৬ টন। যা স্থানীয় জাতের তুলনায় অনেক বেশি। তিনি জানান বোরো মৌসুমের জন্য ব্রি উদ্ভাবিত হাইব্রিড ধানের জাত ব্রি হাইব্রিড ৩, ব্রি হাইব্রিড ৫ এবং ব্রি হাইব্রিড ৮ এর ফলন বিদেশ থেকে আনা অন্যান্য হাইব্রিড ধানের তুলনায় বেশি। আগামী ২০২৫ সাল থেকে বিদেশী হাইব্রিড ধানের বীজ অনা বন্ধ করতে যাচ্ছে সরকার। তাই ব্রি উদ্ভাবিত হাইব্রিড ও উপসি ধানের চাষাবাদে সকল কৃষককে এগিয়ে আসার আহবান জানান তিনি। ধান গবেষণা ইনস্টিটিউ গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের ইনচার্য মো জাহিদুল ইসলাম বলেন, ব্রি উদ্ভাবিত উপসি ধানের জাত ব্রি ধান ১০৩ এর ফলন আগে জনপ্রিয়তা পাওয়া ব্রি ধান ৮৬ এর থেকেও বেশি। এই ধানটি গোপালগঞ্জ ও এর পার্শবর্তী এলাকার পরিবেশে চাষাবাদে অত্যন্ত উপযোগি। তিনি বলেন এই ধানটি চাষাবাদ করলে কৃষক আরো বেশি লাভবান হবেন।

আমাদের সঙ্গেই থাকুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : শ্যামল কান্তি নাগ
বার্তা ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ২২/১ তোপখানা রোড,
শিশু কল্যান পরিষদ ভবন (৫ম তলা) ঢাকা – ১০০০।
ফোন নং :- +৮৮০ – ০১৭১১০৪৭৮২৪ , +৮৮০২ - ৯৫৮৫০৮১ । ফ্যাক্স :- +৮৮০২ - ৯৫৮৫০৮২
ইমেইল :- theholytimes@gmail.com, theholytimes@yahoo.com

কান্তা মাল্টিমিডিয়া

29.11.23
Srijan Chandra Das
Scientific Officer
Bangladesh Rice Research Institute
Regional Station, Gopalganj.

29.11.23
Dr. Mohammad Zahidul Islam
Senior Scientific Officer and Head
BRRI RS Gopalganj

bbarta24.net
সারাবেলা সব খবর

গোপালগঞ্জে বিনামূল্যে ধান বীজ বিতরণ

প্রকাশ | ২৫ নভেম্বর ২০২৩, ১৫:৫২

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি

গোপালগঞ্জে বোরো মৌসুমে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে হাইব্রিড ও উপসি ধানের বীজ বিতরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউ গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ে এ ধান বীজ বিতরণ করা হয়।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রশাসন ও সাধারণ সেবা বিভাগের পরিচালক ড. মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এসব বীজ বিতরণ করেন।

ধান গবেষণা ইনস্টিটিউ গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের ইনচার্য মো. জাহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে কার্যালয়ের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা সৃজন চন্দ্র দাস ও খালিদ হাসান তারেক এবং গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা পার্বতী বৈরাগী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

পরে গোপালগঞ্জ সদর, টুঙ্গিপাড়া এবং মোল্লাহাট উপজেলার কৃষকদের নিয়ে ব্রি-ধান ১০৩ এর উপর একটি মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রশাসন ও সাধারণ সেবা বিভাগের পরিচালক ড. মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ বলেন, ব্রি-ধান ১০৩ আমন সিজনের একটি উচ্চ ফলনশীল ধান। এর হেক্টর প্রতি ফলন প্রায় ৬ টন। যা স্থানীয় জাতের তুলনায় অনেক বেশি।

তিনি জানান, বোরো মৌসুমের জন্য ব্রি উদ্ভাবিত হাইব্রিড ধানের জাত ব্রি হাইব্রিড ৩, ব্রি হাইব্রিড ৫ এবং ব্রি হাইব্রিড ৮ এর ফলন বিদেশ থেকে আনা অন্যান্য হাইব্রিড ধানের তুলনায় বেশি। আগামী ২০২৫ সাল থেকে বিদেশি হাইব্রিড ধানের বীজ আনা বন্ধ করতে যাচ্ছে সরকার। তাই ব্রি উদ্ভাবিত হাইব্রিড ও উপসি ধানের চাষাবাদে সকল কৃষককে এগিয়ে আসার আহবান জানান তিনি।

ধান গবেষণা ইনস্টিটিউ গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের ইনচার্য মো. জাহিদুল ইসলাম বলেন, ব্রি উদ্ভাবিত উপসি ধানের জাত ব্রি ধান ১০৩ এর ফলন আগে জনপ্রিয়তা পাওয়া ব্রি ধান ৮৬ এর থেকেও বেশি। এই ধানটি গোপালগঞ্জ ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার পরিবেশে চাষাবাদে অত্যন্ত উপযোগী। এই ধানটি চাষাবাদ করলে কৃষক আরো বেশি লাভবান হবেন।

বিবার্তা/সঞ্জয়/জবা

29.11.23
Srijan Chandra Das
Scientific Officer
Bangladesh Rice Research Institute
Regional Station, Gopalganj

29.11.23
Dr. Mohammad Zahidul Islam
Senior Scientific Officer and Head
BRRI RS Gopalganj

সম্পাদক : বাণী ইয়াসমিন হাসি
পদ্মা লাইফ টাওয়ার (লেভেল -১১)
ফোন : ০১১১৪৪৯৬০, মোবা. ০১৮১২৫৩১৩৫

© 2021 all rights reserved to
www.bbarta24.net |

বাসস

৩০ নভেম্বর ২০২৩, ১০:১২

গোপালগঞ্জসহ ৩ জেলায় ৯ হাজার ১১৫ কেজি ধান বীজ বিতর

30.11.23
Srijan Chandra Das
Scientific Officer
Bangladesh Rice Research Institute
Regional Station, Gopalganj.

30.11.23
Dr. Mohammad Zahidul Islam
Senior Scientific Officer and Head
BRRI RS Gopalganj.

॥ মনোজ কুমার সাহা ॥

টুঙ্গিপাড়া (গোপালগঞ্জ), ৩০ নভেম্বর, ২০২৩ (বাসস): গোপালগঞ্জসহ ৩ জেলায় ধানের উৎপাদন বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট বিনামূল্যে ৯ হাজার ১১৫ কেজি ধান বীজ বিতরণ করেছে।

এ বীজ দিয়ে ৩ জেলার ৮০০ কৃষক ৮০০টি প্রদর্শনী প্লটে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) উদ্ভাবিত উফশী ও হাইব্রিড ধানের চাষাবাদ করবেন।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধান ও সিনিয়র সাইন্টিফিক অফিসার ড. মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম এ তথ্য জানিয়েছেন।

ওই কর্মকর্তা বলেন, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয় গোপালগঞ্জ, বাগেরহাট ও নড়াইল জেলায় ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ব্রি উদ্ভাবিত উফশী এবং হাইব্রিড ধানের জাত কৃষকদের মাঝে জনপ্রিয় করতে কাজ করছে। সেই ধারাবাহিকতায় চলতি বোরো মৌসুমে আমরা ৩ জেলায় উচ্চ ফলনশীল ব্রি ধান৬৭, ব্রি ধান৮৯, ব্রি ধান৯২, ব্রি ধান৯৬, ব্রি ধান৯৭, ব্রি ধান৯৯, বঙ্গবন্ধু ধান১০০, ব্রি ধান১০১, ব্রি ধান১০২, ব্রি ধান১০৪, ব্রি ধান১০৫ জাতের ধান বীজ ৬ হাজার ৪৬৫ কেজি বিনামূল্যে বিতরণ করেছি। এছাড়া ব্রি হাইব্রিড ধান১০৩, ব্রি হাইব্রিড ধান১০৫ ও ব্রি হাইব্রিড ধান১০৮ জাতের ২ হাজার ৬৫০ কেজি বিতরণ করেছি। এসব ধান দিয়ে কৃষক বীজতলা তৈরী করেছে। তারা ৮০০ বিঘা জমিতে এ ধানের প্রদর্শনী প্লট করে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি করবেন। এতে দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা সৃজন চন্দ্র দাস বলেন, গত ৫ বছর ধরে আমরা গোপালগঞ্জ, বাগেরহাট ও নড়াইল জেলায় ব্রি উদ্ভাবিত উফশী এবং হাইব্রিড ধানের জাত কৃষকদের চাষাবাদে উদ্বুদ্ধ করে আসছি। কৃষক আমাদের কাছ থেকে বীজ, পরামর্শ, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সহযোগিতা নিয়ে ধান উৎপাদন বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। এতে তারা লাভবান হচ্ছেন। প্রতি বছরই ৩ জেলার কৃষকদের কাছে ব্রি উদ্ভাবিত উফশী এবং হাইব্রিড ধানের জাতের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার ঘোনাপাড়া গ্রামের কৃষক মোঃ আরজ আলী বলেন, আমি গত ৪ বছর ধরে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের ধান আবাদ করছি। আগে ধান আবাদ করে লাভের মুখ দেখতাম না। এখন ব্রি উদ্ভাবিত ধানের চাষাবাদ করে আমি লাভ করতে পারছি । গত আমন মৌসুমে ব্রি ধান১০৩ আবাদ করে বাম্পার ফলন পেয়েছি। ব্রি আমাদের সমৃদ্ধির জন্য কাজ করছে। এতে একদিকে যেমন ফসলের উৎপাদন বাড়ছে, তেমনি আমরা লাভবান হতে পারছি । দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলার রাধাগঞ্জ গ্রামের কৃষক আলী আশরাফ বলেন, ধান গবেষণার বীজের মান সর্বোৎকৃষ্ট । তাদের পরামর্শে ব্রি উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল ও হাইব্রিড ধানের চাষাবাদ করে বোরো ও আমন মৌসুমে অধিক ধানের ফলন পেয়ে লাভবান হয়েছি। চলতি বোরো মৌসুমেও আমি ব্রি উদ্ভাবিত উপশী জাতের ধান ১০ বিঘা জমিতে আবাদ করব। কিছু ধান কৃষি গবেষণা থেকে বিনামূল্যে পেয়েছি। বাদবাকী ধান বীজ আমি গত বছর সংরক্ষণ করেছিলাম। ইতিমধ্যে বীজতলা তৈরী করেছি। এখন জমি থেকে আগাছ সরিয়ে ফেলছি। এরপর জমি চাষ দিয়ে ধান রোপণ করে দেব।

সর্বশেষ

- বিএনপির ডাকা হরতালের কোন প্রভাব পড়েনি শরীয়তপুরে
- গাজীপুরে ককটেল ফাটিয়ে দুটি কাভার্ড ভ্যানে আগুন
- গোপালগঞ্জসহ ৩ জেলায় ৯ হাজার ১১৫ কেজি ধান বীজ বিতর
- সাগরে মৎস্য শিকারে নিষিদ্ধ ট্রলিং পদ্ধতি বন্ধে মৎস্য বিভাগের উদ্যোগ
- ২৩০ আসনে তৃণমূল বিএনপির প্রার্থী তালিকা প্রকাশ
- বিএনপি নির্বাচনে না আসলে দল হিসেবে তাদের অপমৃত্যু হবে: এনামুল হক শামীম

জনপ্রিয়

সব খবর

30.11.23
Srijan Chandra Das
Scientific Officer
Bangladesh Rice Research Institute
Regional Station, Gopalganj.

30.11.23
Dr. Mohammad Zahidul Islam
Senior Scientific Officer and Head
BRRI RS Gopalganj.

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা
জাতীয় বার্তা সংস্থা

সর্বসত্ব সংরক্ষিত © ২০২৩ বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা

Design & Developed By ORANGEBD